স্টেনসিলের নকশা চর্চা

মোঃ আব্দুল মোমেন*

সারসংক্ষেপ : *মানুষের জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় কারুশিল্প সামগ্রীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিটি দেশের নিজস্বতা প্রতীয়মান হয় তার শিল্পজাত দ্রব্যের চারিত্রিক ও কৌশলগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। তেমনি বিলুপ্ত প্রায় স্টেনসিলের নকশা চর্চা একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্যকে ধারণ করে টিকে আছে। এই কারুশিল্পীরা বাংলাদেশের গৌরবের ধারক এখনো এই পেশায় সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের জন্য গর্ব হয়। এই শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন ধাতব পাতের মাধ্যমে স্টেনসিল পদ্ধতিতে নকশা চর্চার ঐতিহ্যকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দেশে কোনো গবেষণা বা লেখালিখি একদম নেই। ফলে মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে ঢাকার জেলখানা, চিটাগং রোড ও নারায়ণগঞ্জ। স্টেনসিলের নকশাচর্চার অতীত ও বর্তমান, মোটিফ, শিল্পশৈলী, উপকরণ ও করণকৌশল, প্রায়োগিক দিক ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে নকশার বিবর্তন ও এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা আলোকপাত করার ফলে গবেষণা প্রবন্ধটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় নানা ধরনের কারুশিল্প দেখা যেত। কালের বিবর্তনে বর্তমানে তার মধ্য থেকে অনেক শিল্পের অস্তিত্বই নেই, যদি থেকেও থাকে তা মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। এদেশের বর্তমান রাজধানী ঢাকা একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ছিল। ঢাকার ইতিহাসের শুরু খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (হাকীম

*সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:১১)। ঢাকার একটা আলাদা ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল এবং এর সাথে যুক্ত ছিল এখানকার শিল্পকার্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এ সম্পর্কে হাকীম হাবীবুর রহমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "সারা হিন্দুস্তানের যে শহরেই যান না কেন, প্রত্যেক জায়গাতেই এক দুটি প্রসিদ্ধ শিল্প পাওয়া যাবে কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাইছি যে, ঢাকা এত ধরনের শিল্পে (বৃত্তিতে) শ্রেষ্ঠত্ব রাখত এবং এখনো রাখে যে তার পূর্ণ তালিকার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন।" (হাকীম হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:২৭)। তেমন একটা শিল্প স্টেনসিলের নকশা শিল্প। ঢাকাতে এক সময় ব্যাপকভাবে স্টেনসিলের নকশা চর্চা হতো। এ অঞ্চলকেন্দ্রিক পেশা হিসেবে গড়ে ওঠা স্টেনসিলের নকশা কাটার সাথে অনেকেই যুক্ত হন। স্টেনসিল একটি ছাপার পদ্ধতি। একটি পাতলা শীট বা প্লেট যেখানে একটি প্যাটার্ন স্পেস বা বিন্দু কাটা হয়, যার মাধ্যমে প্রয়োগ করা রং বা কালি নিচে একটি পৃষ্ঠে পাঠিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। মুদ্রণশিল্পে এই পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে আজও প্রচলিত আছে।

কাগজ, প্লাস্টিক, লোহা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, তামা বা পিতলের পাতলা পাতের উপরে নকশা এঁকে বিশেষ যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়। ঐ নকশা কাটা পাতের উপর কাপড়ের তৈরি পুতলি, তুলি বা ব্রাশ, স্প্রে দিয়ে রং লাগিয়ে দিলে যে কোনো জমিনে নকশার ছাপ পড়ে এই পদ্ধতিকে স্টেনসিলের নকশা বলা হয়। একাধিক রঙের জন্য একটি করে স্টেনসিলের পাত ব্যবহার করা হয়। Thames and Hudson Dictionary of Art terms গ্রন্থে স্টেনসিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "The process of transferring a design to a surface by applying paint or other colouring through a mark or stencil, cut to the required shape." (Edward lucie-smith, 1988:177). Lan Chilvers সম্পাদিত গ্রন্থে স্টেনসিল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জানা যায় যে, ধাতু, কাগজ বা অন্যান্য উপযুক্ত উপাদানের একটি পাতলা শীটের কাঙ্খিত নকশা (প্রায়শই অক্ষর) ব্লক কেটে শীটটি কাগজ বা ফ্যাব্রিকের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং কাটা অংশের মাধ্যমে রং ঢুকিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। (Ian chilvers, 1990 : 448)। শিল্পের শব্দার্থ বইয়ে উল্লেখ আছে যে, স্টেনসিল হলো কোনো একটি পর্দা, ছাঁচ, নকশা জানালা। জাল বা স্টেনসিলের মধ্য দিয়ে রং পাঠিয়ে কোনো তলে ছাপ তোলার পদ্ধতি (কমল আইচ, ২০০৯ : ৬১০)।

Jonathan Metcalf and Della Thompson সম্পাদিত গ্রন্থে স্টেনসিলের অর্থসূচক বর্ণনা করা হয়েছে, "A thin sheet of plastic, metal, card etc in which pattern or lettering is cut, used to produce a corresponding pattern on the surface beneath it by applying ink, paint etc." (Jonathan Metcalf and Della Thompson, 2003:815). Bangla Academy English-Bengali Dictionaryতে দেখা যায় স্টেনসিলের আভিধানিক অর্থ, লেখা বা আঁকার জন্য ধাতব কার্ডবোর্ড বা মোমমিশ্রিত পাতলা পাতা; ছিদ্রময় পাত যার উপর লেখা, নকশা বা আঁকা যায় (Zillur Rahman Siddiqui, Editor, January 2015:762)। এগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া স্টেনসিল সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্টেনসিলের নাম বা অর্থ জানা যায়, একে মূলত স্টেনসিল, টিনের ব্লক, ফর্মা বা ডাইস বলা হয় (মোঃ জানু, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। মনসুর মিয়া একটু ভিন্ন ভাবে জানালেন, এর নাম স্টেনসিল, মার্কা, চিকা[১] (মনসুর মিয়া, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে এই কারুশিল্পকর্মটি পরিচিত। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষিতে পেশার নামটি নির্দিষ্ট কী হবে তা জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কে বর্তমানে এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট জনাব মোঃ জানু জানালেন, "এই পেশার নাম টিনের ব্লক কাটার বা স্টেনসিল শিল্পী, আমি নিজেকে স্টেনসিল শিল্পী হিসেবে পরিচয় দেই বা দাবী করি।" (মোঃ জানু, জুলাই ২০২২: সাক্ষাৎকার)। মনসুর মিয়া জানালেন, "এই পেশার নাম স্টেনসিল কারিগর বা টিনের ফর্মা অথবা মার্কা কাটার।" (মনসুর মিয়া, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এই পেশার প্রচলন না থাকায়, নামেমাত্র দুই একজন শিল্পী এখন এই কাজ করছেন। পেশাটি প্রায় বিলুপ্ত। এদেশে স্টেনসিল বিভিন্ন উদ্দেশে বা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে দেশজ রূপ লাভ করেছে, যা একেবারেই নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

২. স্টেনসিলের নকশা চর্চার উদ্ভব ও ইতিহাস

সভ্যতার ইতিহাসে স্টেনসিলের নকশা চর্চার উদ্ভব মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। কালক্রমে স্টেনসিলকৃত নকশাকর্ম কারুশিল্পে উন্নীত হয় তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে। স্টেনসিলের নকশা এক অনন্য কারুশিল্প। বস্তুত স্টেনসিল

তৈরি ও স্টেনসিল প্রিন্টিং পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। কবে, কোথা থেকে এবং কেমন করেই বা স্টেনসিলের উৎপত্তি সঠিকভাবে তার ইতিহাস বলা যায় না। তবে জানা যায় ফিজি দ্বীপবাসীরা কাপড় ছাপার জন্য প্রাচীনতম স্টেনসিল তৈরি করেছিলেন। তাঁরা কলাপাতায় ফুটো করে যে কোনো স্টেনসিলের নকশা তৈরি করতেন আর তা ব্যবহার বা প্রয়োগ করতেন (Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt; 1988:139)। সিল্ক স্ক্রিন বা স্ক্রিন প্রিন্টিং পদ্ধতি শুরু না হওয়া পর্যন্ত স্টেনসিল কৌশল বা পদ্ধতি দ্বারা শুধু সাধারণ আকারগুলো মুদ্রণ করা যেত; তবুও নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর খুব সরলতা এবং রূপরেখার তীক্ষ্ণতা প্রধান গুণ হয়ে উঠতে পারে, এবং এই প্রক্রিয়াটির ফ্যাব্রিক প্রিন্টিং এবং প্রিন্টের রং বিশেষ করে উডকাট উভয় ক্ষেত্রেই এর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে (Ian chilvers, 1990 : 448)। কাগজ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কাগজের স্টেনসিলের উদ্ভব হয়। প্রাচীন চীনে কাগজ কেটে নকশা করা একটি প্রচলিত কারুশিল্প। সম্ভবত পশ্চিম হান প্রদেশের পঞ্চম রাজা লিউ চিং-এর (১৫৬-৪৭ খ্রি.পূ.) আমলে এটা উৎপত্তি (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০১২:৪৬)। ধারণা করা হয় যে এই সময় থেকে কাগজের স্টেনসিল নকশা তৈরি করা হয়। এই কাগজের স্টেনসিল দিয়ে ছাপ দেওয়ার প্রচলন সম্ভবত এখান থেকে শুরু হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীনকাল থেকে স্টেনসিল শিল্পের বহুল প্রচলন দেখা যায়। জাপানে ছাপানোর ক্ষেত্রে ও কাপড় রং করার জন্য স্টেনসিলের ব্যবহার ব্যাপক প্রচলিত। জাপানিরা স্টেনসিল দিয়ে চার থেকে পাঁচ রঙা নকশা ছাপাতেন। মধ্যযুগে উডব্লক প্রিন্টের সঙ্গে স্টেনসিলের ব্যবহার প্রিন্ট ও খেলার তাস অলংকরণের কাজে লাগানো হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্টেনসিলের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি অলংকরণ এবং ধর্মীয় কিছু ছবিতে কারুকার্য করা হতো (Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt, 1988:139)। ফ্রান্সে একে পোচোয়ার[২] বলা হয়। বইয়ের চিত্রে স্টেনসিলিং অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে (Ian chilvers, 1990 : 448)। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে স্টেনসিল দিয়ে ওয়ালপেপার ছাপা হয়েছে। আমেরিকাতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসবাবপত্রে স্টেনসিলের নকশা ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হোয়াইটওয়াশ করা দেয়ালের ওপর স্টেনসিলে সরাসরি প্রিন্ট নেওয়া হতো

(Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt, 1988:139)। এর মধ্যে সুষ্ঠু এবং সরলভাবে উপাদান ও নির্মাণ পদ্ধতির সেইসব দিককেই তুলে ধরা হয়েছে।

প্রত্যেক কারুশিল্পীই তার সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি থেকে গৃহীত উপাদান নিয়ে তৈরি করেন একটি রূপ। বাংলাদেশে বেশির ভাগ কাজ অর্ডারি হলেও এবং নকশার জন্য প্রস্তুতকৃত লে-আউট সরবরাহ পেলেও স্টেনসিল শিল্পীদের দ্বারা সুচারু বিন্যাসে স্টেনসিল কাটিং নান্দনিক হয়ে ওঠে। এই নান্দনিক অনুভূতিরই আরেক নাম সৌন্দর্যবোধ। এই সৌন্দর্যবোধের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ ও ভাবপ্রবণতা আছে। এমন অনুভূতির আনন্দে মানুষ শিল্পকর্ম উপভোগ করে এবং প্রয়োজনের তাগিদে কেউ কেউ শিল্পকর্ম নির্মাণ করতে চায়। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ইত্যাদি প্রয়োজনে এই শিল্পের চাহিদা আছে। আলংকারিক ফুল, লতা, পাতা, পাখি, বিভিন্ন নকশার লেখা, জ্যামিতিক ফর্ম দিয়ে স্টেনসিলের নকশা কবে থেকে শুরু হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস না বলা গেলেও সময়ের চাহিদানুযায়ী চর্চিত হয়ে টিকে আছে এদেশে।

মোঃ জানু স্টেনসিলের উদ্ভব সম্পর্কে তার বাবার কাছে থেকে শুনেছেন যে বিহারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্টেনসিলের নকশা চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার বাবা বিহারীদের নিকট থেকে এই কাজ রপ্ত করেন (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এ থেকে বোঝা যায় স্টেনসিলের বিকাশে বিহারীদের অবদান অনেক। মোঃ হানিফ পাপ্পু জানালেন, ঢাকায় আগে, রথখোলা, জেলখানা, নবাবপুর, মিরপুরে এগুলোর চর্চা ছিল। জেলখানা অঞ্চলে আরও দুই-তিনজন করতেন। নির্বাচনী কার্যকলাপ যখন থাকত তখন এই অঞ্চল স্টেনসিল কার্যক্রমের জন্য বেশি জাঁকজমক হতো। এই এলাকায় এগুলো বেশি তৈরি হতো (মোঃ হানিফ পাপ্পু, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। বাংলাদেশের বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চিটাগং রোড, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে স্টেনসিলের নকশা চর্চা এখনো বর্তমান।

৩. নকশা

বঙ্গীয় শব্দকোষে সরাসরি নকশা শব্দটি নেই, এখানে নকশ মূল শব্দ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর ভিতরে বা মধ্যে নকশা শব্দটি রয়েছে। সেই নকশা শব্দের

আভিধানিক অর্থ হলো চিত্র, নকশা উৎকীর্ণ (খোদাই করা) চিত্র, সূচিশিল্প, ফুল বুটা ইত্যাদির চিত্র। নকশা কাটা, জমির রেখাচিত্র; ম্যাপ, মানচিত্র, রেখা চিত্র (Plan) বাড়ির নকশা ইত্যাদি উল্লেখিত (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ ২০১৬ : ১১৭০)। আশিস খাস্তগীর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, মূল আরবি শব্দ নক্স। যার অর্থ কারুকাজ, রেখাঙ্কন, ছবি। এই নক্স থেকে উৎপন্ন নকশার মার্জিত অর্থও একই (আশিস খাস্তগীর, ২০০৫ : ২৩১)। একটা নকশা কেবল এক জিনিস নিয়ে হয় না। অনেক জিনিসের রূপ একত্র করে তৈরি হয় একটা নকশা। যে নকশা অঙ্কন করে আরবিতে তাকে বলে নাককাশ[৩] (ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জুন ২০০৮:৩৮)

পরিকল্পিত কিছুকে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করাই হলো নকশা। জোনাথান জাইটলীন তিনি বলেন, "সুনির্দিষ্ট তথ্যকে প্রতিভাত করার জন্যই নকশা বা ডিজাইন।" (জোনাথান জাইটলীন, ১৯৮৯ : ১৪)। নিত্যানন্দ ভকত এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় "নকশা হলো সৃজনশীল চেষ্টার সার্থক রূপায়ণ।" (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২:২)। আসলে নকশা বা সব শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর কিছু সৃষ্টি করা। যেখানে কিছু মোটিফ সঠিকরূপে ব্যবহার করা হয় এবং যথার্থ মূল্য উপভোগ করার ভঙ্গি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত, এ সকল কাজকে নকশা (Design) বলে। প্রকৃতি থেকে গৃহীত সবই নকশা সৃষ্টির উৎস, আর নকশার শুরু সেখান থেকেই।

যে কোনো নকশার জন্য নিম্নে উপস্থাপিত ছকটি প্রযোজ্য

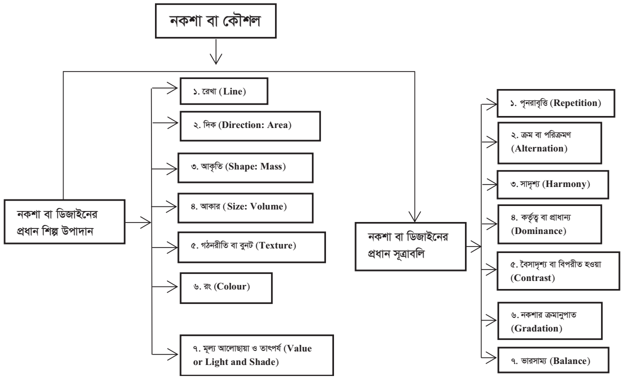

[উৎস : সালাহউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষণে চারু ও কারুকলা, (মুন্সিগঞ্জ : জাফর বুক এজেন্সী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭) পৃ. ৪৮-৬০]

স্টেনসিলে পরিকল্পিত বাস্তব আকার একটি ধরাবাঁধা ছকে পড়ে কিছু সৃষ্টি হয়, তাকে স্টেনসিলের নকশা বলে। স্টেনসিলের নকশা কাটায় এরূপ সংজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। মহাজন কাপড় প্রথমত ছাপাকারদের কাছে পাঠাত ছাপাকাররা ‘গেরুয়া’ রঙের সাহায্যে প্রথম কাপড়ে নকশা ছাপাত। পরবর্তীকালে এই ছাপাকৃত কাপড় গরিব হিন্দু মুসলিমদের মাঝে কাশীদারের[৪] (সূচিকর্ম) জন্য দেয়া হতো (হাকীম হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:৩০)। এই ছাপাকর্ম যে স্টেনসিল পদ্ধতিতে করা হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে জানা যায়, এখনো এই প্রচলন রয়ে গেছে। মেয়েরা স্টেনসিল সংগ্রহ করে তা দ্বারা কাপড়ে ছাপ দিয়ে বা ড্রইং করে সূচিকর্ম সম্পাদন করে। কাপড়ে স্টেনসিল দিয়ে ছাপা বা ড্রইং করে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল-লতা-পাতা অথবা কোনো সুদৃশ্য পশুপাখি ইত্যাদি মোটিফ সেলাই করা হয়। স্টেনসিলের নকশা ব্যবহারিক নকশা হিসেবে পরিগণিত হয়। এই নকশা ব্যবহারে বিভিন্ন সামগ্রী অথবা স্থানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং গুরুত্ব বেড়ে যায়। সৌন্দর্য আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে চাহিদানুযায়ী নকশার উপাদানগুলো সুনিপুণভাবে নির্বাচন করে সাজিয়ে স্টেনসিল কাটা হয়।

বাংলাদেশের স্টেনসিলের নানান ধরনের দৃষ্টিনন্দন নকশার মধ্যে ফুল, লতা, পাতা, পাখি, প্রজাপতি, গাছ, সূর্য, নৌকা ইত্যাদির নকশা ব্যবহৃত হয়, কাঁথা, ওয়াড়, পোশাক, শাড়ি, রুমাল, আসন, জায়নামাজ ছাড়াও নানা ধরনের বস্ত্র সামগ্রীতে। পৌরাণিক কাহিনি, চরিত্র ও অনুষঙ্গে শত শত প্রতীক স্টেনসিলে নকশা হিসেবে ব্যবহার হয়। জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উপকরণ, পালকি, ষাঁড়, লাঙল, পান-সুপারি, তালগাছ ইত্যাদি ব্যবহার হয়। লোকাচারে বিশেষ তাৎপর্যবাহী পশুপাখি যেমন- পেঁচা, ময়ূর, কাক, হাতি, বাঘ, সিংহ, কচ্ছপ ইত্যাদি নকশা কাটা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মমতের ধর্মীয় প্রতীকের প্রভাবে স্টেনসিলে কাবা শরিফ, মসজিদ, মিনার; গম্বুজ, তাজিয়া, দুলদুল ঘোড়া, আরবিতে আল্লাহু, মোহাম্মদ (স.), পাক পাঞ্জাতন, বিভিন্ন আয়াত, তরবারি, চাঁদ, তারা ইত্যাদি স্টেনসিল নকশাদার হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ হিন্দু, খ্রিষ্টান,

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, অং, ক্রস, কালি সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক স্টেনসিলে নকশার বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ করা যায়।

সাইনবোর্ড লেখার দোকানগুলো আগ্রহের সঙ্গে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে একটা মাত্র স্টেনসিলের সাহায্যে কয়েক হাজার ছাপ নেওয়া সম্ভব। সমতল বক্র, অসমান পৃষ্ঠে এটা দ্বারা সহজেই ছাপানো যায়। যে কোনো মাপেই স্টেনসিল দিয়ে ছাপ নেওয়া সম্ভব এবং বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতিরও দরকার হয় না। স্টেনসিলে নকশা বা ছবি বা লেখাকে ট্রান্সফার বা স্থানান্তর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সরাসরি হাতে এঁকে বা কখনো কখনো ট্রেসিং বা কার্বন দিয়ে তোলা এবং পরে সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়। শুধু বাংলাদেশে স্টেনসিল দেখা যায় তা নয়, বিশ্বের অন্য অনেক দেশেও এই কারুশিল্পের ব্যবহার দেখা যায়।

৪. স্টেনসিলের নকশা চর্চা

যুগে যুগে নানা জাতি নানা অঞ্চলের মানুষ চর্চা করে তৈরি করেছেন হরেক রকম নকশা। সেগুলোর কোনো কোনোটা বহু প্রজন্ম ধরে বয়ে চলে। গড়ে ওঠে একটা সংস্কৃতি। এটা সমাজে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। তখন মানুষ শুধু বেঁচে থাকতে নয়, সুন্দর করে বাঁচতে চায়, সমাজবদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায়। এই মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তথ্যে নকশা চর্চা প্রভাব ফেলে। প্রভাব ফেলে প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীতে। সামগ্রীগুলোকে যখন স্টেনসিল পদ্ধতিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে সুন্দর রূপ দেওয়া হয়, তখন সেগুলো শুধু আটপৌরে বস্তু থাকে না, হয়ে ওঠে কারুশিল্প। নকশা কাটা স্টেনসিল নিজেও হয়ে ওঠে শিল্প। তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে স্টেনসিলের নকশা চর্চা করা হয়ে থাকে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

৪.১ নকশায় হস্তাক্ষর

প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলার যে সমস্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তা মানুষের প্রাকৃতিক গুহায় বসবাসের সময়ে অঙ্কিত রেখা প্রধান ও নকশাধর্মী চিত্রে দৃষ্টিগোচর

হয়। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনে যেমন বিশেষ করে মিশরের সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত চিত্র, নকশা প্রভৃতির নান্দনিক ও কারিগরি দক্ষতা বিস্ময়কর। ফারাও এবং বিত্তশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির মৃতদেহ মমি করে পিরামিডে সুরক্ষা করা হতো। পিরামিডের অভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী রেখে দেওয়া হতো পাশাপাশি দেয়ালে নানান দেব-দেবী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির চিত্র ও প্রতীক চিত্র বা চিত্রলেখার আদি নিদর্শন যা নকশা আকারে রচিত হয়েছে।

প্রাচীন অলংকৃত হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় ৫০০-৬০০ খিষ্টপূর্বে 'পারস্যদেশে' (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২:৪৮)। এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে তাদের পুথিপত্রে, সৌধগাত্রে আসবাবপত্রের উপর ও ধর্মীয় স্থাপনার দেওয়ালে অলংকৃত হস্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। ইউনিক্যাল (Unical) খিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হাতের লেখার একটি ধরন। ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এর বহুল ব্যবহার হয়েছিল। রোমান বড় হাতের অক্ষরের মতো ইউনিক্যালের হরফের গঠন ছিল, তবে হরফের কোনাগুলো তীক্ষ্ণ ও সুচারু (কমল আইচ, ২০০৯:৪৬)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পারস্যে লিপিশিল্প চরম উৎকর্ষ সাধন করে। এর পেছনে কাজ করেছেন তাব্রিজের শিল্পী মির আলিল (ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জুন ২০০৮:৪৫)। একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ গেঁথে সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব নকশা। তিনি লিপিশিল্প চর্চায় অনেক দক্ষ ছিলেন। স্টেনসিলে লেখা কাটার জন্য নিজেই স্বহস্তে সরাসরি লেখা স্টেনসিলে এঁকে, পরিকল্পিত আদলে কারুকাজখচিত লিপি কেটে প্রিন্ট উপযোগী স্টেনসিল তৈরি করেন। লেখার সাথে সাথে ফুল-লতা-পাতা, বিশেষ করে গোলাপের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে নকশা চয়ন করেন।

নকশা ও লেখা হলো স্টেনসিল শিল্পের গঠনশৈলী বা যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। মাঝেমাঝে লেখার চারপাশে বর্ডারগুলো খুবই সূক্ষ্ম নকশায় শোভা পায়। লতাপাতার সূক্ষ্ম নকশাকৃত বর্ডারগুলো লেখার চারদিকে আকর্ষণীয় দেখা যায়। স্টেনসিল প্রিন্টের সুবিধা হলো এসব চিকন বা সূক্ষ্ম রেখার ছাপা খুব সহজে দেয়াল বা বিভিন্ন সামগ্রীতে নেওয়া হয়। বর্ডারের বিশেষ মাপের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। তাই কাটার সুবিধার্থে তাঁরা মধ্যরেখা ঠিক করে অর্থাৎ সুষমা নকশা এঁকে নেন।

বাংলা ভাষায় আছে ব্যঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণ, এছাড়া বাংলা সংখ্যা, ইংরেজি অক্ষর ও ইংরেজি সংখ্যা বহুল প্রচলিত। স্টেনসিল নকশায় আরবি ভাষারও গুরুত্ব আছে।

কারুকাজের এই শিল্পীরা, যারা হস্ত লেখাশিল্পে উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল বিশেষ করে স্টেনসিল ব্যবহার করে ছাপ দেওয়ার জন্য দেয়ালে দেয়ালে, বস্তাতে, ইলেকট্রিক খুটির গায়ে, কাপড়ের জমিনে, নির্বাচনের মার্কা, বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর বা পণ্যচিহ্ন এবং বিভিন্ন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম ইত্যাদি তারা স্টেনসিলে নকশা কাটত। সম্ভাব্য সকল জায়গায়, মাটি হোক, পাথর হোক, লোহা হোক বা কাচ হোক সকল কিছুর উপর স্টেনসিলের নকশা ব্যবহার করা যায়। ঘরের আসবাব, ছোটখাটো তৈজসপত্রও তাঁদের এই কারুকাজের আওতার বাইরে থাকতে পারেনি। লেখা দিয়ে কারুকাজের এই নকশাও বিভিন্ন রকমের, বিচিত্র এ সকল কারুকাজের উৎস হলো বিভিন্ন ধাচের বর্ণ বা অক্ষর। লেখার স্টাইল চাহিদা অনুযায়ী করে থাকেন। যে যেভাবে চায় তারা সেভাবেই নিয়মকানুন তৈরি করে নিজস্ব পদ্ধতিতে স্টেনসিলে নকশা কাটেন।

৪.২ নকশায় ফুল, লতাপাতা, গাছ, পাখি ও প্রজাপতিসহ নানা ধরনের মোটিফ

গাছ, ফুল, ফল ও লতাপাতা থেকেও নানান নকশা ও আকৃতির প্রতিরূপ বিচিত্র রূপে ফুটে উঠে স্টেনসিল শিল্পীর হাতে। বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম। কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া, ভাষা, আচার-আচরণ দেশভেদে সব আলাদা আলাদা। লেখা ছাড়াও যেসব কারুকাজ দেখা যায়, তার অধিকাংশই ফুল, ফল, লতা-পাতাভিত্তিক। বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা, পাখি, প্রজাপতিসহ নানা রকম মোটিফ দিয়ে স্টেনসিল শিল্পী মনের ভাব প্রকাশ করেন। স্টেনসিল শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে এমনিতেই নকশা আকারে খেয়াল খুশিমতো আঁকেননি বা কাটেননি। ফুল, লতাপাতা, ফলেও এক ধরনের চিরন্তন এবং বিস্ময়কর প্রতিসাম্য চোখে পড়ে বা দেখতে পাওয়া যায়। ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদির নকশায় অংশ বিশেষের বিকশিত হওয়ার জন্য প্রতিসাম্যের সৃষ্টি হয়। বারবার ছাপ নেওয়ার ফলে ঐক্যবদ্ধতা একই রকম থাকে এবং প্রতিসাম্য পূর্ণতা পায়। আঁকাবাঁকা লতাপাতার আশ্রয় নেয়া হয়। স্টেনসিল শিল্পীরা নকশায় অনেক রকম ফুল, ফল, লতাপাতা,

গাছগাছালি, পাখি, প্রজাপতি, নৌকা, বিভিন্ন ধরনের মোটিফ[৫] ব্যবহার করেন। নকশায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মোটিফ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

নৌকা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নৌকার বহুল প্রচলন এখনো লক্ষ করা যায়। আবার নৌকা এদেশের একটা রাজনৈতিক দলের মার্কা হওয়ায় স্টেনসিলে সবচেয়ে বেশি নকশা কাটা হয় নৌকার। আকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নৌকার বাহারি প্রকারভেদ দেখা যায়। যা নিপুণভাবে ফুটে ওঠে স্টেনসিল নকশায়।

পদ্ম : পদ্ম হলো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মেলবন্ধন। আবার পদ্ম ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রাচীন বিশ্বাস মতে এটি সৃষ্টির প্রাথমিক চিহ্নও বটে। লক্ষ করলে দেখা যায় সম্পদদাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আসন পদ্ম। বুদ্ধের আসনভঙ্গির নাম পদ্মাসন। ধর্মীয় আচারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে পদ্ম বাস্তব এবং প্রতীকীরূপে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়।

বৃক্ষ বা গাছ : বৃক্ষের চিহ্নটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণ ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বৃক্ষ। স্টেনসিলের নকশায় নানান আঙ্গিকে এবং প্রয়োজনে এটি ব্যবহার হয়।

কলকা : পাতা সদৃশ কলকা খুবই জনপ্রিয় একটি প্রতীক। বাংলাদেশে তৈরি তাঁতের শাড়িতে কলকা মোটিফ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন নকশায় কলকা এদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। স্টেনসিল নকশায় এটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। সূচিকর্মের জন্য এর চাহিদা রয়েছে।

প্রজাপতি : শুভমিলন বা বিবাহের প্রতীক হিসেবে প্রজাপতির ব্যবহার স্টেনসিলের নকশায় বহু প্রাচীন। তাই মিলনাত্মক শুভকাজ বা নবদম্পতির জন্য বা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রজাপতির নকশা কাটা হয়।

পাখি : পাখি ছোট বড় সবার কাছেই প্রিয়। পাখি মানুষের মনে শুভ বারতা ছড়িয়ে দেয়। কত আকার-আকৃতির পাখি প্রতীকীরূপে লোগো বা মনোগ্রামে প্রস্ফুটিত হয়, বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তারই নকশা মনোরমভাবে দক্ষ শৈলীতে কাটা হয় স্টেনসিলে। পাখির মাথার ঝুঁটি, ঠোঁট, মাটি পর্যন্ত ঝোলানো লেজ সবকিছুই স্পষ্ট

করে দেখাতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় তারা স্টেনসিল কাটায় এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, যে কোনো কিছুর আদল সৃষ্টি করতে পারেন।

গোলাপ : গোলাপ হলো ভালোবাসার প্রতীক। পবিত্রতার প্রতীক। বহুদিন আগে দেয়ালে চিকামারা হয়েছিল "কাঁটা নয়, গোলাপ দাও ভালোবাসা বাঁচাও" মধ্যখানে গোলাপের নকশাযোগে লেখা দিয়ে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে এমন নকশা স্টেনসিল পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে জানা যায়, বিভিন্ন আকার আকৃতির গোলাপ সবচেয়ে বেশি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে, তাঁরা তা সংগ্রহও করে। স্টেনসিল শিল্পীরা জানান, তাঁরা অর্ডার ছাড়াই আপন মনে গোলাপের নকশা কেটে থাকেন।

৪.৩ নকশায় জ্যামিতিক ফর্ম

প্রকৃতিই সবকিছুর উৎস। প্রকৃতি থেকে কারুখচিত জ্যামিতিক নকশা বিভিন্ন ফর্মে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান জ্যামিতিক নকশায় পরিণত হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে যাবতীয় নকশার ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন–গোলাকৃতি থেকে বৃত্তের ধারণা, চৌকোণা থেকে চতুর্ভুজের ধারণা আবার ত্রিকোণা কিছু থেকে ত্রিভুজের ধারণা। জ্যামিতিক নকশাগুলো যেমন–ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি, সম্ভবত মুসলিমদের বদৌলতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কেননা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় অংশের বিশ্বাস হলো, প্রাণীর ছবি তৈরি করা একটি ধর্ম গর্হিত কাজ; তবে জ্যামিতিক নকশা নির্মাণে বাধা নেই। যদিও আরও আগে থেকে নানান বিশ্বাস ঘিরে এ রকম নকশা চালু ছিল।

বেশির ভাগ নকশার পটভূমিকে কখনো নকশা থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। ফুল, লতাপাতা, পাখি ইত্যাদিকে খুব সুন্দরভাবে জ্যামিতিক ছাঁচে ফেলে নকশা আঁকা হয়। বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ তিনটি মৌলিক ফর্মসহ পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজের সমন্বয়ে স্টেনসিল শিল্পীরা অপূর্ব নকশা সৃষ্টি করতেন এবাং এখনো করেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে যুগে যুগে বাংলাদেশের এ শিল্পীরা জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার করেছেন। স্টেনসিল শিল্পীরা জ্যামিতিক যন্ত্র বা কম্পাস দিয়ে গোলাকার রেখা বা স্কেলের সাহায্যে সোজা দাগ টেনে স্টেনসিল কেটে নিখুঁত

নকশা বা শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেন। সব সময়ই জ্যামিতিক নকশার ভিত্তি কোনো ভাগ বা ছোটখাটো অংশে বিভক্ত হয় বা জালিকার মতো হয় (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০১২ : ৪৭)। স্টেনসিল শিল্প আজ বিলুপ্তপ্রায় কারুশিল্প হলেও বিভিন্ন ধরনের মার্কা, পণ্যচিহ্ন, বিশেষ শ্রেণীর পণ্য প্রতীক, বিভিন্ন যানবাহন, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, লোগো-মনোগ্রাম ইত্যাদিতে জ্যামিতিক অলংকরণ অথবা জ্যামিতিক ফর্মকে ভিত্তি করে স্টেনসিলে নকশা কেটে স্টেনসিল পদ্ধতিতে সৃষ্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়া রূপায়িত হয়।

এছাড়াও হাতে আঁকা সিনেমার ব্যানারের বর্ডারে শুরু থেকেই স্টেনসিলের নকশা মুদ্রিত করা হয়। সিনেমার ব্যানার এখন বিলুপ্তপ্রায়। যেহেতু বর্ডারের নকশা বা কাজে নিরবচ্ছিন্নতা অন্যতম শর্ত, সেহেতু বর্ডার নকশায় সিনেমা ব্যানার আর্টিস্টগণ স্টেনসিলের আশ্রয় নিতেন। এখন সিনেমা ব্যানার আর্টিস্ট হানিফ পাপ্পু দ্বারা দু-একটা সিনেমা ব্যানার করা হয়, সেখানেও বর্ডারে স্টেনসিলে নকশা ছাপানো হয়। বর্ডার থাকার কারণে, বিশেষ একটা সীমারেখা মনে রেখেই ব্যানার শিল্পীরা ব্যানারের অন্যান্য কারুকর্ম সম্পন্ন করেন। মোঃ হানিফ পাপ্পু এ সম্পর্কে জানালেন, তিনি যখন সিনেমার ব্যানার আঁকতেন তখন বর্ডার নকশায় ব্যবহার করতেন এনামেল রং। অক্সাইড পাউডার রং দিয়ে এসব কাজ করা হতো। সিনেমার ব্যানারও এই রঙে আঁকতেন। অন্য লোকের মাধ্যমে অর্থাৎ ছোট ছেলেরা বা নতুন কাজে যোগ দিয়েছে, তাদের দিয়ে ব্যানারের বর্ডারে জ্যামিতিক, লতাপাতার নকশা কাটা স্টেনসিল দিয়ে ছাপ মারা হতো। (মোঃ হানিফ পাপ্পু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)।

৫. উপকরণ ও করণকৌশল

৫.১ উপকরণ

স্টেনসিলের নকশা কাটার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

- টিন, পিতল, তামা, স্টিল, কাগজ ইত্যাদির পাত।
- ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের লোহার তৈরি ছেনি[৬]

- কাঠের হাতুড়ি
- কাঠের খাটিয়া[৭], সসার প্লেট[৮]
- কাতানি
- কাচি
- পেন্সিল, কাগজ, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি
- কম্পাস, স্কেল, ইত্যাদি জ্যামিতিক টুলস।
- চুম্বক[৯]

৫.২ করণকৌশল

স্টেনসিলে যে নকশা নির্মাণ হয় সেগুলো এমনভাবে ক্রিয়া করে যা প্রাত্যহিক জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মানুষের এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন নকশাকে দেখবার চোখও পালটে গেছে, পালটে গেছে ধারণাও। বর্তমান সময়ে ডিজাইন বা নকশা হলো মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রধান অংশ। যার ভিত্তি হলো কারিগরি করণকৌশলের ক্রমবর্ধমান পর্যায়ক্রমিক উন্নতি। ছেনির আঘাতে টিনের জমিনে তৈরি হয় আলোছায়ার ব্যঞ্জনা যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নকশাগুলো। টিন কেটে কেটে নকশা করা সহজ নয়। কী উদ্দেশে নকশাটি ব্যবহৃত হবে এ অনুযায়ী কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কঠিন নকশা হলে নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে নকশাটিকে সরলীকরণ করে কাটার পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়। স্টেনসিল পদ্ধতিতে ছাপার কাজের নকশা তৈরি করতে হলে যে বস্তু দিয়ে স্টেনসিল হবে অবশ্যই সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে ও নকশা তৈরির রীতিনীতির প্রাথ মিক জ্ঞান থাকতে হবে। এসব অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সংগৃহীত টিনে প্রথমে পেন্সিল বা ট্রেসিং বা কার্বনের মাধ্যমে নকশা ভলোভাবে তুলে সাধারণ ছেনি দিয়ে কেটে কেটে অপূর্ব নকশা চয়ন করা হয়। Joan Dean-এর উক্তিটি স্টেনসিলের ক্ষেত্রে যথার্থই, "A picture or design also includes relationships of line and shape।" (সালাহউদ্দিন আহমেদ, ১৯৮৭ : ৪৮)

নকশার মূল সূত্র হচ্ছে Repetition বা পুনরাবৃত্তি। যে কোনো একটা ছোট নকশা এঁকে কার্বন পেপারের সাহায্যে তাকে পরপর সাজিয়ে অথবা কার্বন পেপারের সাহায্যে তার উল্টো নকশা প্রথমটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে স্টেনসিলে এঁকে কাটা হয়। এভাবে চারপাশে লাগালে স্কয়ার বা বৃত্তাকার নকশা অথবা ঐ স্কয়ার বা বৃত্ত আবার চারপাশে আঁকলে একটি বড় স্কয়ার বা বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা নকশা স্টেনসিলে তুলে কাটা হয়। কৌশলগত দিক দিয়ে এই নকশা কাটতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এভাবে সুন্দর স্টেনসিলের নকশার সৃষ্টি হয়। স্টেনসিলে খন্ডিত রেখাসমূহ ছোট হলেও তাদের ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করলে একটি রূপ তৈরি হয়, এভাবেই নকশার সূচনা হয়। স্টেনসিল নিজেই একটি নকশা, এর একটি প্রায়োগিক বা ফলিত (Applied) দিক রয়েছে।

অর্ডারি কাজ ব্যতীত নিজ উদ্যোগে বিক্রির জন্য যে নকশাগুলো করা, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতির লতাপাতা থেকে নেওয়া আকার-আকৃতি, অনিবার্যভাবে স্টেনসিল নকশায় ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও লতাপাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি এককভাবে বা গুচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয়েছে (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার) ছাপার সুযোগ-সুবিধার জন্য শুধু এক রঙেই ছাপা নেওয়া হয়। রঙিন ছাপার ক্ষেত্রে একের বেশি রঙের স্টেনসিল বা ব্লক থেকে যে কোনো তলে ছেপে পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি করা হয়। স্টেনসিলে প্রতিকৃতি, সৃজনশীল নকশা সহজেই ছেপে নেওয়া যায়।

কারুশিল্পকর্ম মানুষের এক অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধনা প্রজ্ঞালব্ধ কৌশল ও পরম্পরার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্টেনসিলশিল্পীদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন হয়নি। প্রথমে জোগানদার বা সহকারী হিসেবে কাজ করার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে যিনি পূর্ণ স্টেনসিল নকশা কাটতে সক্ষম। পূর্বে, সমস্ত শৈল্পিক কার্য সম্পাদনকারীকে কারুশিল্পী বলা হতো। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটা উচ্চমর্যাদার কারুশিল্প। এই কারুশিল্পশিক্ষা সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে, কায়িক শ্রমে, একেবারে প্রশিক্ষিত হয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়।

৬. স্টেনসিল শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ডিজাইন সম্পর্কিত ধারণা একবার সম্পূর্ণ হলে তাকে অধিকতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে কাজে পরিণত করে চূড়ান্তভাবে ডিজাইন প্রস্তুতকরণের কাজে লাগাতে হবে। কোনো সামগ্রীর সৌন্দর্য এবং চাহিদা উভয়ই নকশার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এসবের চমৎকার টেক্সচারবহুল নকশা তৈরি করা সম্ভব। নকশা সাধারণত সাদা কালো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে ছাপা যায়।

স্টেনসিল শিল্পে নিয়োজিত শিল্পী বা কারিগরগণ প্রধানত গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী স্টেনসিলের নকশা তৈরি করে থাকেন। স্টেনসিলে নকশা প্রস্তুত করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো নকশায় সৃষ্টিশীলতা মননশীলতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়।

পৌনঃপুনিকতা নকশা[১০], স্টেনসিল নকশার আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, শিল্প উদ্যোক্তা নিজেই কারিগর, নিজেই বিপণনকারী, আবার নিজেই প্রশিক্ষণদাতা সর্বোপরি নিজেই মালিক পাশাপাশি যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নৈপুণ্য বা দক্ষ কারিগর সহায়ক ব্যবস্থা নিজেই গড়ে তোলে।

এই কারুশিল্পের বাজার পুরোটাই স্থানীয়।

৭. সমস্যা ও সমাধান

লেখা, প্রকৃতি ও জ্যামিতিভিত্তিক এই তিনটি ধারাতে স্টেনসিলের নকশা চর্চিত হয়ে থাকে। স্টেনসিলের এই ধারা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। বংশপরম্পরায় এক শিল্পীর কাছে থেকে অন্য শিল্পীর কাছে যায়। বর্তমানে এই শিল্পটির চর্চা একেবারেই কমে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে হাতে গোনা কয়েকজন স্টেনসিলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, বাবা-দাদার জ্ঞানকে সঙ্গী করে। ফুটপাতে বসে তারা চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। মোঃ জানুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই শিল্পের বিলুপ্ত হওয়ার কারণ কী উত্তরে তিনি জানালেন অনেক কারণ আছে, এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো প্রিন্টিং লাইনের উত্থান, বিশেষ করে এই জায়গা দখল করে নিয়েছে

স্ক্রিন প্রিন্ট (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। তাঁদের যথাযথ মর্যাদায় আসীন করা এবং তাঁদের হস্তগত শিল্পকার্যক্রমকে সবার সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা। সর্বোপরি এদেশের শিল্প হিসেবে এর ব্যাপক পরিচয় ঘটাতে হবে।

৮. উপসংহার

শিল্পের সাথে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্প মানুষের সৃষ্টি, আবার মানব সমাজও দিনে দিনে শিল্প-সংস্কৃতির সোনার কাঠির জাদুস্পর্শে ক্রম-অগ্রসর হয়। আর কারুশিল্পের বিশেষ শাখা স্টেনসিলের প্রায় সবটুকু জুড়েই রয়েছে ডিজাইন বা নকশার অস্তিত্ব। বিশ্বশিল্পকলায় সর্বব্যাপী নকশা বিশেষ স্থান দখল করলেও নকশায় যেমন–বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি জন্ম নিয়েছে তেমনি অনেক পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়েছে। স্টেনসিলের নকশা এখন বিলুপ্ত প্রায়। তবে বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা অঞ্চলে ক্ষীণভাবে এর কার্যক্রম ও চর্চা হচ্ছে।

বিপুল পরিবর্তনের যুগেও ইতিহাস বারবার স্মরণ করায় যে, একই ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতি বারে বারে ঘুরেফিরে আসে। বর্তমান যুগ অত্যন্ত গতিসম্পন্ন এবং বিশাল পরিবর্তনের যুগ, এই যুগেও স্টেনসিল একটা সৃষ্টিশীল কাজ। এমন সমীকরণে সৃজনশীল স্টেনসিলের নকশা নিবু নিবু প্রদীপ জ্বেলে কোনো রকমে টিকে আছে। কিন্তু এর একটা দ্যুতি আছে।

টীকা

১. মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় জানা যায় স্টেনসিল দিয়ে নির্বাচনের বা রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যক্তিগত অভিমত দেওয়ালে সেঁটে যে প্রিন্ট নেওয়া হয় এটাকেই চিকা মারা বলা হয়। টিন কেটে নকশা করাকেই ‘চিকা’ বলে। অর্থাৎ স্টেনসিলের অপর নাম ‘চিকা’। এই চিকার মাধ্যমে কাপড়ের পুটলি দিয়ে রং লাগিয়ে ছাপ দেওয়া হয়। এতে অক্সাইড রং বেশি ব্যবহার করতেন।

মনসুর মিয়ার ছেলে মোঃ জাভেদ মিয়া বাবার কাছ থেকে স্টেনসিলের নকশা কাটা শিখে এখন সিদ্ধহস্ত। তিনি জানালেন এই স্টেনসিল দিয়ে গভীর রাত্রে দেয়ালে দেয়ালে নানান বিষয়কে অবলম্বন করে স্টেনসিলের নকশার ছাপ মারা হয়। এগুলো করতে বেশির ভাগ সময় রাতকে বেছে নেওয়া হতো। ইঁদুরসদৃশ চিকা এদেরকে রাত্রে দেখা যায়। কিন্তু দিনে এদের কোন সাড়াশব্দ থাকে না। শুধু রাত্রে তারা অবাধ বিচরণ করে। অনুরূপভাবে স্টেনসিলের ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ সময় রাত্রে দেয়ালে দেয়ালে এর ছাপা মারা হয়। ফলে এমন কার্যক্রমে স্টেনসিল হয়তো কালক্রমে 'চিকা' নাম হয়ে যায়। তরুণরাই এ কাজে সম্পৃক্ত হতো বেশি। তারা স্টেনসিল মাধ্যমে দেয়াল লিখনকে "চিকা মারা" সম্বোধন করত এবং তা ব্যাপক প্রচার পায়।

সিনেমা ব্যানার শিল্পী মোঃ হানিফ পাপ্পু জানালেন, "দেয়ালে চিকা মারা দীর্ঘ দিনের প্রচলিত কথা। এই 'চিকা' হইলো স্টেনসিল। আমি গভীর রাতে দেয়ালে দেয়ালে কত চিকা মারছি ইয়ত্তা নাই।"

২. ফ্রান্সে স্টেনসিলকে পোচোয়ার (Pochoir) বলা হয়।

৩. আরবি 'নাককাশ' শব্দের অর্থ কারুশিল্পী।

৪. এক ধরনের সূচিকর্মই কাশীদা নামে পরিচিত। কাশীদা ফার্সি শব্দ। সাধারণত বুটিদার, এক প্রকার সূচি কারুকাজযুক্ত মসলিনকে কাশীদা নামে অভিহিত করা হয়। রেশম ও কার্পাস সুতার সংমিশ্রণে কাশীদা সৃষ্টি হয়।

৫. মোটিফ (Motif) অর্থ মুদ্রা। শৈল্পিক বিন্যাসই (In artistic composition) হলো মোটিফ। নকশার প্রত্যেকটি আলাদা রূপকে বলা হয় মোটিফ। মোটিফ হচ্ছে নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্থায়ীভাব বা সুর এবং প্রায়শ পুনরাবর্তিত হয়।

৬. ছেনি হলো লোহা, ইস্পাত, রড এবং টিন ইত্যাদি কাটার লোহার তৈরি যন্ত্র বিশেষ।

৭. স্টেনসিলের নকশা কাটার জন্য সিসার প্লেট ব্যাবহার করে। কিন্তু কেউ কেউ এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সিসার প্লেটের পরিবর্তে কাঠের খাটিয়া বা খণ্ডের উপর রেখে স্টেনসিলে নকশা কাটে।

৮. সিসার প্লেটের উপর রেখে স্টেনসিলের নকশা কাটা হয়। এর ব্যবহার অনেক আগে থেকে প্রচলিত এই পদ্ধতিতে কাটলে নকশা কাটা ভালো হয়।

৯. এই চুম্বক সাধারণ চুম্বক খণ্ড যা দিয়ে টিনের গুঁড়া বা ছোট ছোট কাটা টিন, মাঝে মাঝে বা কাজ শেষে গুছিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

১০. একই মাপের আকৃতি বা মোটিফ বারবার একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি হলে তাকে পৌনঃপুনিকতা নকশা বা Repeated Design বলা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আশিস খাস্তগীর, নক্সা কিস্‌সা বাতেলা ২০০৫। বুদ্ধিজীবীর নোটবই, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.)। কোলকাতা : পুস্তক বিপণি।

কমল আইচ ২০০৯। শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান। কোলকাতা : করুণা প্রকাশনী

জোনাথান জাইটলীন ১৯৮৯। কম খরচে মুদ্রণ। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২। নকশার গঠনশৈলী। কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুন ২০০৮। নকশাকলা। দিনাজপুর : মোঃ হাবিবুর রহমান।

সালাহউদ্দিন আহমেদ ১৯৮৭। শিক্ষণে চারু ও কারুকলা। মুন্সিগঞ্জ : জাফর বুক এজেন্সি

হাকীম হাবীবুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০০৫। ঢাকা : পঞ্চাশ বছর আগে। ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম (অনু.)। ঢাকা : প্যাপিরাস।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ ২০১৬। বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড। কোলকাতা : সাহিত্য অকাডেমি।

তথ্য উৎস : মোঃ জানুর সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৭.০৫-৮.০০, তারিখ : ০৩-০৭-২০২২।

তথ্য উৎস : মনসুর মিয়ার সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৪.৪৫-৬.০০ সন্ধ্যা, তারিখ : ০৫-০৭-২০২২।

তথ্য উৎস : মোঃ হানিফ পাপ্পুর সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৮.০০-৮.৪০ রাত, তারিখ : ০৪-০৭-২০২২।

Edward Lucie-Smith, 1988. Thames and Hudson Dictionery of Art Terms. London: Thames and Hudson Ltd.

Ian Chilvers (Edited), 1990. The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists. New York: Oxford University Press.

Jonathan Metcalf and Della Thompson (Managing Editor) 2003. Revised & Updated Illustrated Oxford dictionary. New York: Oxford University Press.

Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt (Consultant Editors), 1988, The Artist Manual London: QED Publishing Limited.

Zillur Rahman Siddiqui (Editor), January 2015. English-Bangla Dictionary. Dhaka: Bangla Academy.